দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 MAY 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

আজ ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ প্রাচ্যের এক গৌরবময় বিদ্যাপীঠ

মুজতবা বন্দকার ঃ পিছিয়ে থাকা তৎকালীন পূর্ববঙ্গে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার মহান ব্রতে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন কতিপয় শিক্ষানুরাগী। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাদেরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। আটটি বিভাগে মাত্র ৮৭৭ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এটি এখন দেশের বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২২ হাজার ৪শ'। মোট বিভাগ ৪১টি।

চলতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি হচ্ছে। এ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন আজ বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে। এতে থাকবে ৩০ জন কৃতী শিক্ষককে সম্মাননা প্রদান, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

টিএসসিতে বিকাল পাঁচটায় অনুষ্ঠান শুরু হবে। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন কৃতী ছাত্র বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বঙ্গ ভঙ্গ রদ (১৯১১ সালে) পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমান ঘনবসতিপূর্ণ পূর্ববঙ্গের মানুষের মধ্যে যে কয়েকটি দাবী জনপ্রিয়তা অর্জন করে, ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী ছিল তার মধ্যে অন্যতম।

১৯১২ সালে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় এলে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এই দাবী পেশ করেন। এর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ১২ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদান করে বৃটিশ শাসন।

১৯১২ সালের মে মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ১৩ সদস্যবিশিষ্ট 'নাথান কমিশন' গঠন করা হয়। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা, মতবিনিময় ও তর্ক-বিতর্কের পর কমিশন ঢাকায় একটি 'রাষ্ট্রীয় আবাসিক' বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে।

১৯২০ সালে তৎকালীন পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য ছিল একটি গৌরবময় বছর। এই বছর ভারতীয় আইন সভায় "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট" গৃহীত হয়। এই এ্যাক্টের ফলে ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আইনগত ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই বছর ১ ডিসেম্বর স্যার পি জে হার্টগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন।

১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার ছাত্রদের জন্য খুলে দেয়া হয়। সে সময়ে রমনা এলাকার ৬০০ একর জমি এবং তাতে অবস্থিত তৎকালীন পরিত্যক্ত সচিবালয় (বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল) ঢাকা কলেজের ভবনসমূহ (কার্জন হল ও পার্শ্ববর্তী ভবন) গবর্নমেন্ট হাউস (পুরনো হাইকোর্ট ভবন) ও প্রায় ১০০ মনোরম বাংলো নিয়ে গড়ে উঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।

শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ৮৭৭ জন আর শিক্ষক ছিলেন ৬০ জন। কিন্তু তার মধ্যেই সমাবেশ ঘটেছিল একাধিক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, ফিদা আলী খান, স্যার এ এফ রহমান, এফ সি টার্নার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, হর প্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ।

শুরু থেকে যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টি এই উপমহাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো এর আবাসিক চরিত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে আবাসিক হলের মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। কার্জন হল এলাকায় অবস্থিত ঢাকা কলেজের পুরানো ছাত্রাবাসকে রূপান্তরিত করা হয় ঢাকা হলে, পুরানো সচিবালয়ের উপরতলায় স্থাপিত হয় মুসলিম হল এবং জগন্নাথ হলের পাশে ৬ নম্বর বাংলোয় স্থান লাভ করে জগন্নাথ হলের ছাত্ররা।

এফ সি টার্নার, নরেশ সেন গুপ্ত ও এ এফ রহমান যথাক্রমে ঢাকা, জগন্নাথ ও মুসলিম হলের প্রথম প্রভোস্ট নিযুক্ত হন। তিন বছরের অনার্স কোর্স ও টিউটোরিয়াল প্রথা এই উপমহাদেশের উচ্চ শিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান।

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালন করেছে অগ্রণী ভূমিকা। তারপরও অব্যাহত থেকেছে ছাত্র সমাজের প্রতিবাদী ভূমিকা। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন সফল করে তোলে ছাত্ররাই। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বারংবার শত্রু সেনাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ জন শিক্ষক, ১ জন অফিসার, ২৬ জন কর্মচারী এবং কয়েকশত ছাত্রছাত্রী শহীদ হন।

১৯২১ থেকে ১৯৯৬—পঁচাত্তর বছর। এই সময়কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। তিনটি অনুষদ থেকে এখন বৃদ্ধি পেয়ে ৭টি অনুষদ, ৪১টি বিভাগ, ৭টি ইনস্টিটিউট, ১৪টি পাবলিক হল, ১টি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস হয়েছে। এক হাজার ১০০ শিক্ষক আর ২২ হাজার চারশ ছাত্রছাত্রীর সমন্বয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন একটি বৃহৎ পরিবার।

শুরু থেকে এ পর্যন্ত ২০ জন কৃতী ব্যক্তিত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের পদ অলংকৃত করেছেন।

আজকের অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় পাঁচশ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে প্রাক্তনরা ফিরে যাবেন দূর কিংবা নিকট অতীতে, স্মৃতিচারণ করবেন সবাই। সৃষ্টি হবে অন্য রকম আবহের, নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কেউবা গাইবেন—দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না/সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।